শাক্ত শৈব গাণপত্য বৈষ্ণব তাপন।
সবে করে সমপূত প্রেমের প্লাবন।।
কল্ কল্ শব্দ ওড়াকান্দী গোলাঘাটে।
হুতাশ নিঃশ্বাসে সদা সে তুফান উঠে।।
ব্রহ্ম-বংশ জাত রামভরত ত্যজি' দেশ।
পাদপদ্ম ভৃঙ্গ বিশ্বনাথ দরবেশ।।
দেশে কি বিদেশে বেগে চলিল তুফান।
ভুবন-পাবন কারী হরি-প্রেম-বান।।
রাউৎখামার আর গ্রাম মল্লকান্দী।
হরি দরশনে সবে যায় ওড়াকান্দী।।
নারিকেল বাড়ী মাতে সহ সাহাপুর।
সুরগ্রাম বারখাদিয়া গন্দিয়াসুর।।
হরমোহন বাড়ই গোপাল বিশ্বাস।
ঠাকুর ঈশ্বর বলে করিল বিশ্বাস।।
গোপাল নেপাল তারা দু'টি সহোদর।
গোলোক গোঁসাই জয় গায় নিরন্তর।।
ঘোষালকান্দী নিবাসী মহিমাচরণ।
সকলে মাতিয়া করে নাম সংকীর্ত্তন।।
ঠাকুর দেখিয়া তারা প্রেমেতে মাতিয়া।
নয়ন মুদিয়া রাখে হৃদয়ে ধরিয়া।।
মল্লকান্দী গ্রামবাসী মাতিল সকল।
সকালে-বিকালে বলে জয় হরিবোল।।
সেই সব মহাভাব অগ্রে লেখা আছে।
হীরামন সেইরূপে মাতিয়া উঠেছে।।
সেই সময়েতে যত মহাভাব হয়।
মৃত্যুঞ্জয় ভবনেতে আগে লেখা যায়।।
শ্রীনিতাই চৈতন্য অদ্বৈত তিন ভাই।
তাহাদের প্রেমভক্তি তুলনাই নাই।।
নিত্যানন্দ পুত্র যিনি মৃত্যুঞ্জয় নাম।
চৈতন্যের দুটি পুত্র অতি গুণধাম।।
রামকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ ছোট রামনারায়ণ।
হরিচাঁদ-গত-প্রাণ তারা দুই জন।।

একমন একভাব নাহি ব্যতিক্রম।
ঠাকুরের ভক্ত বৃন্দাবনের নিয়ম।।
রামদেব মহাদেব অদ্বৈতের পুত্র।
ঠাকুরের ভক্ত হয় পরম পবিত্র।।
এই বাড়ী সবে মিলে হ'ল হরিভক্ত।
মৃত্যুঞ্জয় সঙ্গে মত্ত সকলে থাকিত।।
রামকৃষ্ণ নির্জ্জনেতে যখন থাকিত।
আরোপে ঠাকুর রূপ প্রত্যক্ষে দেখিত।।
ওড়াকান্দী যে ভাবেতে ঠাকুর থাকিত।
বাটীতে থাকিয়া রামকৃষ্ণ তা' জানিত।।
রামনারায়ণ করে ঠাকুরের ধ্যান।
একদিনে ঠাকুর বলেন তার স্থান।।
'শোন বাছা তোরে নিতে পারিবে না যম।
সপ্তবর্ষ অনিদ্রিত কর এ নিয়ম।।
তাহা শুনি নিদ্রা ত্যজে মনে হ'য় হর্ষ।
মহাযোগী নিদ্রা নাহি যান সপ্তবর্ষ।।
হেন হেন মহাজন এই বংশে রয়।
এই বংশে রামতনু সাধু অতিশয়।।
তার নারী পতিব্রতা ভক্তিমতী বটে।
পুত্রহীনা, বিধির লেখা নাই ললাটে।।
উভয়ে বয়সে প্রায় প্রবীণ হইল।
পুত্রকন্যা কিছু নাহি তখনো জন্মিল।।
রামতনু নিষ্ঠারতি কোন স্পৃহা নাই।
'যাহা করে হরিচাঁদ' মনে ভাব তাই।।
ঠাকুরাণী মনে করে পুত্রের কামনা।
রামতনু বলে 'কার্য্য মোটেই ভাল না।।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি থাকিত মনেতে।
নিশ্চয় তোমার পুত্র জন্মিত কালেতে।।
ঈশ্বরের বিরুদ্ধেতে কোন কার্য্য করি।
এসো শুদ্ধ চিত্তে থেকে বলি হরি-হরি।।'
ঠাকুরাণী মহাপ্রভু নিকটে কহিল।
'একটি পুত্রের মম কামনা রহিল।।'